রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ৬, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-৪০৮-আইন/২০১৯।— বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৪৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন);

(খ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(গ) "ফরম" অর্থ তফসিল-২ এ বর্ণিত ফরম; এবং

(ঘ) "মহাপরিচালক" অর্থ মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

৩। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন**।—রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম করিতে আগ্রহী ব্যক্তিকে লাইসেন্সের জন্য, তফসিল-১ এ উল্লিখিত আবেদন ফি এবং নিম্নবর্ণিত দলিলাদি ও কাগজপত্রসহ ফরম-১ অনুযায়ী, মহাপরিচালকের মাধ্যমে, সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে, যথা :—

(ক) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বরসহ আয়কর রিটার্ন এর সত্যায়িত অনুলিপি;

(গ) আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ বিগত বৎসরের ব্যাংক হিসাব বিবরণী;

(ঘ) পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র;

(ঙ) কোম্পানী বা অংশীদারি কারবার হইলে, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর সত্যায়িত অনুলিপি;

(চ) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখপূর্বক ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা, যথা :—

(অ) বিদেশে অভিবাসী কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অধিক ফি বা অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করিবেন না;

(আ) কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে প্রেরণের উদ্দেশ্যে অভিবাসী কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রলোভন প্রদান করিবেন না বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না;

(ই) চাহিদাপত্র অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী নির্বাচন করিবেন;

(ঈ) তাহার সকল কার্যালয়, আইনগতভাবে স্বীকৃত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যকলাপ এবং অভিবাসী কর্মী নির্বাচন সংক্রান্ত সকল দাবী ও দায়-দায়িত্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকিবেন;

(উ) লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিদেশগামী সকল অভিবাসী কর্মীর প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

৪। **লাইসেন্স প্রদান**।—(১) আবেদনপত্র পাপ্তির পর মহাপরিচালক আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি এবং সংযুক্ত দলিলাদি ও কাগজপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং, প্রয়োজনে, আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি এবং সংযুক্ত দলিলাদি ও কাগজপত্রের যথার্থতা এবং আবেদনকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা সর্ম্পকে অনুসন্ধানপূর্বক ২ (দুই) মাসের মধ্যে, সরকারের নিকট, উহার সুপারিশসহ, উক্ত আবেদনপত্র প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সুপারিশসহ আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সরকার, মহাপরিচালকের সুপারিশ বিবেচনাপূর্বক, উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে আবেদন মঞ্জুর করিবে, অথবা আবেদন নামঞ্জুর করিবে, যথা :—

(ক) রিক্রুটিং এজন্টকে আইন ও বিধি অনুযায়ী আচরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে;

(খ) লাইসেন্সের প্রত্যেক মেয়াদে রিক্রুটিং এজেন্টকে ন্যূনতম ২০০ (দুইশত) জন কর্মী বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে;

(গ) আইন ও বিধির কার্যকারিতা বা সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া রিক্রুটিং এজেন্টকে, সরকার কর্তৃক, আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে অনতিবিলম্বে উহা লিখিতভাবে ব্যুরোর মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো আবেদন মঞ্জুর করা হইলে সরকার, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে মহাপরিচালকের অনুকূলে তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স ফি ও জামানত বাবদ অর্থ জমাদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৫) আবেদনকারী, উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে, লাইসেন্স ফি ও জামানত বাবদ অর্থ জমা প্রদানপূর্বক মহাপরিচালকের নিকট উক্ত ফি ও অর্থ জমা প্রদানের রসিদ দাখিল করিলে মহাপরিচালক, উহা যাচাইপূর্বক, রসিদ জমা প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে, সরকারের পক্ষে, আবেদনকারীর অনুকূলে ফরম-২ অনুযায়ী লাইসেন্স ইস্যু করিবেন।

(৬) ইস্যুকৃত লাইসেন্স হারাইয়া গেলে বা বিনষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি লিপিবদ্ধ করিয়া ডায়েরির কপি ও তফসিল-১ এ উল্লিখিত ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি প্রদানের প্রমাণকসহ মহাপরিচালক বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক উক্তরূপ আবেদন যাচাইপূর্বক আবেদনকারীর অনুকূলে অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে একটি ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু করিবেন।

(৭) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে, অভিবাসনে পশ্চাদপদ জেলায় রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় আগ্রহী ব্যক্তির আবেদন অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা হইবে।

(৮) লাইসেন্স প্রাপ্তির পর রিক্রুটিং এজেন্টকে লাইসেন্সের সকল তথ্য ব্যুরোর ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে হালনাগাদের জন্য ব্যুরোর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৫। **লাইসেন্সের আবেদন পুনর্বিবেচনা।**—(১) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী উক্ত নামঞ্জুর করিবার বিষয়টি অবহিত হইবার অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো আবেদন করা হইলে, বিষয়টি যাচাইপূর্বক, আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকার সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর করিবে, অথবা লিখিতভাবে প্রত্যাখ্যান করিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **লাইসেন্স নবায়ন।**—(১) লাইসেন্স নবায়নের জন্য রিক্রুটিং এজেন্টকে, লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ২ (দুই) মাস পূর্বে, তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি ও কাগজপত্রসহ ফরম-৩ অনুযায়ী মহাপরিচালক বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, কারণ উল্লেখপূর্বক, লাইসেন্স নবায়নের জন্য উপরি-উক্ত বিধান অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবেন :

আরও শর্ত থাকে যে, সরকার, আবেদনপত্র দাখিলের সময়সীমা, প্রয়োজনে, হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক, লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য দলিলাদি ও কাগজপত্র এবং লাইসেন্স প্রদানের শর্তাবলি ও রিক্রুটিং এজেন্টের বিগত ৩ (তিন) বৎসরের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক এবং ব্যুরো কর্তৃক সংরক্ষিত ডাটাবেজ হইতে কর্মী প্লেসমেন্টের প্রমাণ এবং, ক্ষেত্রমত, বিলম্বের কারণ বিবেচনাক্রমে সন্তুষ্ট হইলে, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, তাহার অনুকূলে তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স নবায়ন ফি অথবা, ক্ষেত্রমত, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ অর্থ জমাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৩) আবেদনকারী, উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে, লাইসেন্স নবায়ন ফি অথবা, ক্ষেত্রমত, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ অর্থ জমা প্রদানপূর্বক মহাপরিচালকের নিকট উহার রসিদ দাখিল করিলে তিনি, উহা যাচাইপূর্বক, রসিদ জমা প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকারের পক্ষে, আবেদনকারীর অনুকূলে ফরম-২ অনুযায়ী লাইসেন্স নবায়ন করিবেন, যাহা সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের বৈধতার মেয়াদ শেষ হইবার পরবর্তী দিন হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

(৪) লাইসেন্স নবায়নের আবেদন বিবেচনার সময় মহাপরিচালক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, রিক্রুটিং এজেন্ট অসদাচরণের জন্য দায়ী অথবা তাহার কার্যসম্পাদন সন্তোষজনক নহে অথবা তাহাকে বিদেশে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো দুষ্কর্ম বা অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে অথবা কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণিত রেকর্ড রহিয়াছে অথবা যাহার

লাইসেন্স বাতিল হইয়াছে অথবা যাহার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে কর্মী প্রেরণের পূর্বর্তী রেকর্ড রহিয়াছে অথবা যিনি আইন বা বিধির কোনো বিধান লংঘন করিয়াছেন, তাহা হইলে, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সংশ্লিষ্ট আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করিবার পূর্বে রিক্রুটিং এজেন্টকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) মহাপরিচালক, উপ-বিধি (৪) এর অধীন, কোনো লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করিলে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজন্ট উক্তরূপ আদেশ প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন কোনো আপিল দায়ের করা হইলে, বিষয়টি যাচাইপূর্বক যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হইলে আপিল প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকার উক্ত আপিল মঞ্জুর অথবা লিখিতভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **প্রতিনিধি নিয়োগ**।—(১) রিক্রুটিং এজেন্টগণ, মহাপরিচালকের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, দেশের অভ্যন্তরে কিংবা গন্তব্য দেশে তাহাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন অথবা উক্ত দেশে বাংলাদেশের মিশন না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন হইতে উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণক্রমে মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিয়োগকৃত প্রতিনিধির অভিবাসন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট ও নিয়োগকৃত প্রতিনিধি উভয়ই দায়ী থাকিবেন।

৮। **একাধিক লাইসেন্স গ্রহণ, লাইসেন্সের নাম বা মর্যাদা পরিবর্তন, শেয়ার বিক্রয়, হস্তান্তর, সমর্পণ, ইত্যাদি**।—(১) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট একই সাথে একাধিক লাইসেন্স গ্রহণ বা একাধিক লাইসেন্সের অংশ বা শেয়ার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো রিক্রুটিং এজন্ট তাহার লাইসেন্স অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পরিবর্তনপূর্বক উহা কোম্পানিতে রূপান্তরিত হইলে এবং উহাতে মূল স্বত্বাধিকারীর অন্যূন ৫১ (একান্ন) শতাংশ মালিকানা থাকিলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্তরূপ পরিবর্তন করা যাইবে।

(৩) রিক্রুটিং এজেন্ট কোনো কোম্পানি, সংস্থা, অংশীদারি কারবার, সমবায় সমিতি বা অন্য কোনো আইনগত সত্তা হইলে উহার কোনো অংশীদার বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য তাহার অংশ বা শেয়ার সরকারের অনুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার লাইসেন্স সমর্পণ করিলে বা তাহার মৃত্যু হইলে, রিক্রুটিং এজেন্ট বা, ক্ষেত্রমত, তাহার উত্তরাধিকারী, মহাপরিচালকের মাধ্যমে, সরকারের নিকট জামানত ফেরত গ্রহণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন কোনো আবেদন করা হইলে, রিক্রুটিং এজেন্টের নিকট সরকারের কোনো পাওনা বা অন্য কোনো দায় থাকিলে তাহা কর্তনের পর, সরকার জামানতের অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, ফেরত প্রদান করিবে।

(৬) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট স্ব-উদ্যোগে তাহার প্রতিষ্ঠানের নাম বা নামের অংশ পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

(৭) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার প্রতিষ্ঠানের নাম বা নামের কোনো অংশ পরিবর্তন করিতে আগ্রহী হইলে, মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৯। **শাখা অফিস।**—(১) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট আইনের ধারা ১৪ এর বিধান অনুযায়ী এক বা একাধিক শাখা অফিস পরিচালনায় আগ্রহী হইলে তাহাকে মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক, প্রয়োজনীয় যাচাই ও অনুসন্ধানপূর্বক, ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার মতামতসহ সংশ্লিষ্ট আবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত মতামত সরকারের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে সরকার, মহাপরিচালকের মতামত প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর করিবে।

১০। **ব্যবসায়িক ঠিকানা পরিবর্তন।**—(১) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী উহার ব্যবসায়িক ঠিকানা বা অনুমোদিত শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন করিতে আগ্রহী হইলে তাহাকে মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক, প্রয়োজনীয় যাচাই ও অনুসন্ধানপূর্বক, ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার মতামতসহ সংশ্লিষ্ট আবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত মতামত সরকারের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে সরকার, মহাপরিচালকের মতামত প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ১ (এক) মাসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর করিবে।

(৪) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী উহার ব্যবসায়িক ঠিকানা বা অনুমোদিত শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন করিলে তাহাকে উক্ত পরিবর্তিত ঠিকানা কমপক্ষে ২ (দুই) টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি ব্যুরো ও সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১১। **রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব ও আচরণ**।—(১) প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্ট—

(ক) আইন, বিধি এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, আদেশ বা নির্দেশ এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি মানিয়া চলিবেন;

(খ) একটি নিয়মিত অফিস বা অনুমোদিত শাখা চালু রাখিবেন, যাহার সম্মুখভাগে অফিসের নাম, ঠিকানা ও লাইসেন্স নম্বর সম্বলিত সাইনবোর্ড থাকিবে;

(গ) অফিসে বা শাখা অফিসে বিদেশ গমনে ইচ্ছুক কর্মীগণের তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা রাখিবেন;

(ঘ) উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উহার নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করিবেন;

(ঙ) আইন বা বিধি মোতাবেক সরকার বা ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত যে কোনো তদন্তে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদান করিবেন;

(চ) বিদেশে প্রেরিত কর্মীগণের নাম, ঠিকানা, গন্তব্য দেশ, নিয়োগকারীর ঠিকানাসহ একটি ডাটাবেজ সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্ত তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করিবেন।

(২) চাহিদাপত্র সংগ্রহের সময় রিক্রুটিং এজেন্টগণ নিম্নবর্ণিত আচরণ কঠোরভাবে অনুসরণ করিবেন, যথা :—

(ক) বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত অনৈতিক প্রতিযোগিতা পরিহার করিবেন;

(খ) যে ক্ষেত্রে কোনো নিয়োগকারী বাংলাদেশস্থ কোনো রিক্রুটিং এজন্টের কার্য সম্পাদনে সন্তুষ্ট না হইয়া তদস্থলে অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্টকে নিয়োজিত করিতে চাহেন, সেইক্ষেত্রে কর্মীগণের অভিবাসন ব্যয়, যাতায়াত খরচ, বেতন ও প্রান্তিক সুবিধাদির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী রিক্রুটিং এজন্টকে প্রদত্ত শর্তাদির নিম্ন পর্যায়ের শর্তাদি গ্রহণ করিবেন না;

(গ) কর্মীগণের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেতন ও চাকরির শর্তাবলির নিম্নতর বেতন ও চাকরির শর্তাবলি গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) নিয়োগকারীর সহিত এইরূপ কোনো মৌখিক বা লিখিত সমঝোতা করিবেন না, যাহাতে বেতন এবং অন্যান্য শর্তাবলির ক্ষেত্রে কর্মীগণ অসুবিধার সম্মুখীন হন;

(ঙ) বেআইনি কার্যকলাপ, ভূয়া ভিসা সংগ্রহ ও দলগত ভিসা ভাঙানোসহ ভ্রমণ, অধ্যয়ন বা উমরাহ ভিসাকে বৈদেশিক চাকরির জন্য ব্যবহার সংক্রান্ত কাজের সহিত জড়িত হইবেন না, অথবা কোনো ব্যক্তিকে উক্তরূপ কাজে সাহায্য বা সহায়তা প্রদান করিবেন না;

(চ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কর্মকান্ডের বিষয়ে বিদেশীদের সহিত কাজ করিবার সময় জাতীয় আদর্শ সমুন্নত রাখিবেন এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করিবেন;

(ছ) অভিবাসী কর্মীগণের জন্য চাকরির সুযোগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োগকারীর সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবেন এবং চুক্তির শর্ত আক্ষরিক ও নীতিগতভাবে মানিয়া চলিবেন।

(৩) কর্মী নির্বাচনের সময় রিক্রুটিং এজেন্টগণ নিম্নবর্ণিত নির্দেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন করিবেন, যথা :—

(ক) বুলেটিন বোর্ড, ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে কর্মীগণকে কর্মের অবস্থান, স্তর, বেতন ও সুবিধাসহ অন্যান্য শর্তাবলি সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করিবেন;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমার বাহিরে কোনো কর্মী নির্বাচন করিবেন না;

(গ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কারিগরিভাবে দক্ষ শারীরিকভাবে যোগ্য কর্মী নির্বাচন করিবেন;

(ঘ) ব্যুরোর ডাটাবেজ হইতে কর্মী নির্বাচন করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ডাটাবেজ হইতে উপযুক্ত কর্মী পাওয়া না গেলে আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে;

(ঙ) নির্বাচিত কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুমোদিত মেডিকেল ক্লিনিক বা হাসপাতাল হইতে সম্পন্ন করা হইয়াছে কিনা এবং কারিগরি ও ভোকেশনাল যোগ্যতা, ডকুমেন্টেশন ও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে পূরণ করা হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চিত করিবেন;

(চ) বিদেশ গমণের প্রাক্কালে ব্যুরো কর্তৃক স্মার্ট কার্ড প্রদানের পূর্বেই অভিবাসী কর্মীকে চুক্তির বাংলায় অনূদিত কপিসহ চুক্তির মূল কপি প্রদানপূর্বক উহার সকল অনুচ্ছেদ বোধগম্যভাবে অবহিত করিবেন;

(ছ) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কর্মীগণের প্রাক-বহির্গমণ প্রশিক্ষণ ও ব্রিফিং প্রদান নিশ্চিত করিবেন;

(জ) কর্মীগণের নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের অতিরিক্ত কোনো অর্থ আদায় বা দাবী করিবেন না;

(ঝ) প্রতিকূল বা সমস্যা সংকুল পরিবেশে কোনো কর্মী নিয়োগ করিবেন না;

(ঞ) নারী কর্মীগণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাহাদের বিশেষ চাহিদা, নিরাপত্তা ও অবস্থার প্রতি সংবেদনশীল হইয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৪) রিক্রুটিং এজেন্টগণ বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীর প্রতি যে কোনো ধরনের নির্যাতন, শোষণ ও সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং এতদবিষয়ক কোনো ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হইলে বা অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে উহার প্রতিকার করিবেন।

(৫) রিক্রুটিং এজেন্টগণ আইনের ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ বা সালিশের সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করিবেন।

(৬) এই বিধিমালায় বর্ণিত হয় নাই এইরূপ বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্টগণ সরকার কর্তৃক, প্রজ্ঞাপন বা আদেশ দ্বারা, জারীকৃত নির্দেশনা মানিয়া চলিবেন।

১২। **সমিতি বা সংঘ গঠন।**—(১) রিক্রুটিং এজেন্টগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নিরাপদ, নিয়মিত, সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সমিতি বা সংঘ গঠন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো সমিতি বা সংঘ গঠিত হইলে, প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্ট উক্ত সমিতি বা সংঘের সদস্য হইবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত সমিতি বা সংঘের সদস্যগণ এই বিধিমালায় উল্লিখিত আচরণবিধি এবং, সরকারের অনুমোদনক্রমে, উক্ত সমিতি বা সংঘ কর্তৃক গৃহীত কার্যবিধি মানিয়া চলিবেন।

১৩। **অভিযোগ তদন্ত।**—(১)বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন মামলা দায়েরের অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করিয়া কোনো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কোনো রিক্রুটিং এজেন্টসহ সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণা, অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ বা কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনো বিষয়ে লিখিতভাবে সরাসরি বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কিংবা ব্যুরো বা ব্যুরোর অধীন জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয় বা, ক্ষেত্রমত, গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে, সরকার সরাসরি বা ব্যুরোর মাধ্যমে উহা তদন্ত করিবে।

(৩) ব্যুরো উপ-বিধি (১) বা, ক্ষেত্রমত, (২) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করিবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উহার মতামতসহ সরকারের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

(৪) এই বিধির অধীন পরিচালিত তদন্তে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তদন্ত শেষ হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, সরকার বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি, আদেশ দ্বারা সরাসরি বা সালিশের মাধ্যমে, অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবে।

(৫) এই বিধির অধীন পরিচালিত তদন্তে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হইলে বা অভিযোগ তদন্তকালে অভিযোগকারী ও রিক্রুটিং এজেন্ট আপোষ মীমাংসায় উপনীত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে, ক্ষেত্রমত, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বা ব্যুরো বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মধ্যস্থতা বা সালিশের মাধ্যমে তাহা নিষ্পত্তি করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ মধ্যস্থতা বা সালিশ, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে প্রযোজ্য কোনো আইনের অধীন অন্য কোনো আইনি প্রতিকার লাভের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

১৪। **লাইসেন্স ফি, জামানত, নবায়ন ফি, ইত্যাদি জমা প্রদান।**—তফসিল-১ এ উল্লিখিত, ক্ষেত্রমত, লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, জামানত, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি এবং ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত হিসাবে বা খাতে জমা করিতে হইবে।

১৫। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ।**—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ ও মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২ রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত রহিত বিধিমালার অধীন,—

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্য, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সময়, অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা, যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে; এবং

(গ) কোনো রিক্রুটিং এজেন্টকে প্রদত্ত লাইসেন্স উহার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

তফসিল-১

[বিধি ৩, বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৪) ও (৬), বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) ও (২) এবং বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, জামানত, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি, ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি (সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট/কর ব্যতীত)

ক্রমিক নং	ফি, ইত্যাদির বিবরণ	পরিমাণ (টাকার অংকে)	জমা প্রদানের মাধ্যম
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি	৫০০ (পাঁচশত)	পে-অর্ডার
২।	লাইসেন্স ফি	৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ)	পে-অর্ডার
৩।	জামানত	২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ)	(ক) এফডিআর এর মাধ্যমে ১৬,০০,০০০ (ষোল লক্ষ) টাকা; এবং (খ) পে-অর্ডারের মাধ্যমে ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) টাকা।
৪।	লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি	২,০০০ (দুই হাজার)	পে-অর্ডার
৫।	লাইসেন্স নবায়ন ফি	১,০০,০০০ (এক লক্ষ)	পে-অর্ডার
৬।	বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি	জরিমানা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) সহ মোট ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ)	পে-অর্ডার
৭।	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি	৫০০ (পাঁচশত)	পে-অর্ডার

তফসিল-২

ফরম-১

[বিধি-৩ দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র	
১। নাম (স্পষ্টাক্ষরে)	.....
২। পিতার নাম (স্পষ্টাক্ষরে)	.....
৩। মাতার নাম (স্পষ্টাক্ষরে)	.....
৪। ঠিকানা	.....
(ক) স্থায়ী	.....
(খ) বর্তমান	.....
৫। জাতীয়তা	.....
৬। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	.....
৭। যে নামে লাইসেন্স হইবে	.....
৮। প্রতিষ্ঠানের ধরন (স্বত্বাধিকারী/অংশীদারি/ কোম্পানী, ইত্যাদি)	.....
৯। অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা অংশীদার ও অন্যান্য অংশীদারের এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা (প্রত্যেকের নমুনা স্বাক্ষর ও সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ)	.....
১০। কর্মচারীগণের নাম	.....
১১। বিগত ২ (দুই) বৎসরের আয়কর রিটার্ন এর সত্যায়িত অনুলিপি এবং আয়কর প্রদান সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি (পৃথকভাবে)	.....
১২। অফিস ফ্লোর ও লে-আউট পরিকল্পনা এবং সাজ-সরঞ্জাম সুবিধাদির তালিকা	.....
১৩। ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি	.....
১৪। আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ বিগত বৎসরের ব্যাংক হিসাব বিবরণী	.....
১৫। পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র	.....
১৬। কোম্পানি হইলে, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর সত্যায়িত অনুলিপি	.....
১৭। বিধি ৩ এর দফা (চ) তে উল্লিখিত বিষয়সমূহ ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা	.....
আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য ও কাগজাদি সত্য ও সঠিক।	
তারিখ : আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর	

ফরম-২

[বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৫) এবং বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স

লাইসেন্স নং	:	.....
প্রতিষ্ঠানের নাম	:	.....
ব্যবসায়িক ঠিকানা	:	.....
স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান/অংশীদারী প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি	:	.....
স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম	:	.....
স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ঠিকানা	:	
(ক) স্থায়ী	:	.....
(খ) বর্তমান	:	.....
স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ছবি	:	
নমুনা স্বাক্ষর	:	.....
		.....
		.....

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৯ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ১১ এর বিধান অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষে নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হইল এবং ইহা ইস্যুর/নবায়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে, যথা :—

(ক) রিক্রুটিং এজন্টকে আইন ও বিধি অনুযায়ী আচরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে;

(খ) লাইসেন্সের প্রত্যেক মেয়াদে রিক্রুটিং এজন্টকে ন্যূনতম ২০০ (দুইশত) জন কর্মী বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে;

(গ) আইন ও বিধির কার্যকারিতা বা সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া সরকার কর্তৃক, আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে;

(ঘ) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

মহাপরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ : .....

ফরম-৩

[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স নবায়নের আবেদনপত্র	
১। রিক্রুটিং এজেন্টের নাম ও ঠিকানা	.....
২। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম	.....
৩। রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্সের ফটোকপি	.....
৪। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বাড়ি ভাড়ার চুক্তিনামার কপি ও ভাড়া পরিশোধের রসিদ	.....
৫। বিগত ৩ (তিন) বৎসরের কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন (বিবরণী সংযুক্ত করিতে হইবে)	.....
৬। ব্যুরো কর্তৃক সংরক্ষিত ডাটাবেজ হইতে কর্মীর প্লেসমেন্টের প্রমাণক	.....
৭। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অনুকূলে প্রদত্ত লাইসেন্স নবায়নের জন আবেদন ফি'র পে-অর্ডার	.....
৮। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহার বিবরণ	.....
৯। রিক্রুটিং এজেন্টের বিরুদ্ধে কোনো আদালত কর্তৃক কোনোরূপ দণ্ড প্রদান করা হইয়া থাকিলে অথবা সরকার বা ব্যুরো কর্তৃক কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ	.....
১০। আবেদনপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে বিলম্বের (যদি থাকে) কারণ (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে)	.....
আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য ও কাগজাদি সত্য ও সঠিক।	
তারিখ : আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সেলিম রেজা
সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.